তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৬/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ **মোছাঃ সোহেলী পারভীন**
পিতা-এসএএম রেজাউল হক
কর্মসংস্থান ব্যাংক, আলমডাঙ্গা শাখা
চুয়াডাঙ্গা ।

প্রতিপক্ষ ঃ **মোঃ ফারুক হোসেন**
ব্যবস্থাপক(প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০৯-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ১৮-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মোঃ ফারুক হোসেন, ব্যবস্থাপক(প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে 'ব্যবস্থাপক (হিসাব)' পদে ০৭-১০-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের নামের তালিকা।
২) উপর্যুক্ত মৌখিক পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের প্রত্যেকের মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংক্রান্ত তথ্যের কপি এবং কোন পরীক্ষক কত নম্বর দিয়েছেন সে সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
৩) উপর্যুক্ত মৌখিক পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের প্রত্যেকের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
৪) উপর্যুক্ত মৌখিক পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের প্রত্যেকের লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি।
৫) উপর্যুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত পদে কে কে নিয়োগ পেয়েছে তাকে/তাদের যোগদানপত্রের কপি, তারা যোগদান করেছিলেন কিনা সে সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
৬) উল্লিখিত লিখিত পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়োছিলো তাদের মধ্যে কতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পোষ্য ছিলো, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পোষ্য কোটায় নিয়োগের নিয়ম উপর্যুক্ত নিয়োগে অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা সে সংক্রান্ত তথ্য। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পোষ্য কোটায় নিয়োগ না দেয়ার কি কারণ ছিল সে সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
৭) উপর্যুক্ত নিয়োগ কালীন সময়ে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে মোট কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা কতজন ছিল, তাদের মধ্যে কতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা পোষ্য ছিল, সরকারি নিয়মানুসারে কর্পোরেশনের মোট কর্মকর্তা-কর্মচারির বিপরীতে কতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা পোষ্য থাকার কথা ছিল সে সংক্রান্ত তথ্য।
৮) উপর্যুক্ত নিয়োগের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে অংশগ্রহণকারী মোছাঃ সোহেলী পারভীন, রোল নং ১০০৭৩ কে কেন উক্ত পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি সে সংক্রান্ত তথ্য এবং তাকে নিয়োগ না দেয়ার পিছনে নিয়োগ কমিটির প্রদত্ত কারণ ও যুক্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করায় অভিযোগকারী ১৮-০২-২০১৬ তারিখে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৭-০৩-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ০৯-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিগত ৪/২/২০১৬ তারিখে ইস্যুকৃত পত্র নং : সদ/সং/১৬-৪৫৩/২০১৫/৯৩ মারফত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে 'ব্যবস্থাপক (হিসাব)' পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। যেহেতু আইবিএ লিখিত পরীক্ষা গ্রহন করে শুধুমাত্র নম্বর সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সরবরাহ করে এবং লিখিত পরীক্ষার খাতা সংস্থাকে সরবরাহ করে না, সেহেতু বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে উল্লেখিত লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি সংরক্ষিত নেই । এমতাবস্থায়, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদির মধ্যে ৪ নম্বরে উল্লেখিত লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি ব্যতিত অবশিষ্ট সকল তথ্যাদি তথ্য কমিশনের নির্দেশক্রমে সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন । এজন্য তিনি কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি ব্যতিত অবশিষ্ট সকল তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার খাতার কপি ব্যতিত অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো । অধিকন্তু আইবিএ এর সাথে উক্ত নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার